উন্নত জাতি গঠনে শিশুশ্রম নিরসনের কোনো বিকল্প নেই

মো. সাজেদুল ইসলাম

পুলিশ সম্প্রতি রাজধানীর রুপনগর এলাকা হতে তাদের গৃহকর্মীকে অত্যাচারের অভিযোগে এক দম্পতিকে গ্রেফতার করেছে। ১০ বছর বয়সী গৃহকর্মী আছিয়াকে আঘাতের চিহ্নসহ উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, প্রতিবেশীদের অভিযোগের ভিত্তিতে রুপনগর এলাকার ৯নং রোডের একটি বাসায় উক্ত অভিযান চালানো হয়। প্রতিবেশীরা পুলিশকে জানায় যে, উক্ত বাসায় গৃহকর্মীকে প্রায়ই নির্যাতন করা হতো।

প্রায় এক বছর আগে অল্প বয়স্ক মেয়েটিকে কাজে নেওয়ার পর হতে নিয়োগ কর্তা তার প্রতি অমানবিক আচরণ করতো। মেয়েটির শরীরে বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। নিপীড়িত গৃহকর্মীকে উদ্ধৃত করে পুলিশ জানায়, তার পায়ে গরম পানি ঢেলে দেওয়ায় তার পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশ অভিযান পরিচালনার পরে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় নির্যাতিত মেয়েটির অভিভাবককে ঘটনার বিষয়ে অবহিত করে।

উক্ত ঘটনাটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দেশের আইনে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে এখনও শিশুশ্রম আছে। শ্রমে যুক্ত থাকার জন্য একদিকে যেমন তাদের শৈশব নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে তাদের জীবনের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হচ্ছে। শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয়, শিশুশ্রম নিরসন বিশ্বব্যাপী আলোচিত বিষয়। একটি উন্নত জাতি গঠনে শিশুশ্রম নিরসনের কোনো বিকল্প নেই।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও ইউনিসেফ এর এক জরীপে জানা যায় যে, বাংলাদেশের শিশুরা নগর এলাকায় প্রায় ৩১০ রকমের অর্থনৈতিক কাজের সাথে জড়িত। বিভিন্ন কারণে দীর্ঘদিন ধরেই শিশুশ্রম বাংলাদেশে বিরাজমান। দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে এটাকে দৃষ্টিকটু বলে অভিহিত করা হয়। বেশকিছু কারণ শিশুদেরকে কাজে ঠেলে দিচ্ছে। সেগুলো হলো: দারিদ্রতা, পরিবারের অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যা, অতিরিক্ত আয় করার চাপ, শিক্ষার ব্যয় বহনে ব্যর্থতা, শিক্ষার তুলনায় শ্রমের বিনিময়ে আয়ের বেশি মূল্য, অভিবাসন, পূর্ণ বয়স্ক সদস্যদের বেকারত্ব, ঋণগ্রস্থতা এবং শিশুদের হাত খরচের চাহিদা।

অনেকে মনে করেন, শিশুশ্রম বন্ধে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে একযোগে কাজ করা দরকার। পাশাপাশি মানসিকতারও পরিবর্তন আনতে হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শিশুশ্রম জরিপের তথ্য মতে, শ্রমের সাথে জড়িত আছে ১৭ লাখ শিশু। এর মধ্যে ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। প্রতি চার জনের মধ্যে একজনের বয়স ৬ থেকে ১১ বছরের মধ্যে। এদের বেশির ভাগই ছেলে শিশু। স্বল্প আয়ের পরিবারের মেয়ে শিশুরা গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করে থাকে, তবে তাদের সঠিক সংখ্যা জানা কঠিন।

শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশে শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং ২০১৩ এর সংশোধন অনুসারে, ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে যারা সপ্তাহে ৪২ ঘন্টা পর্যন্ত হালকা পরিশ্রম বা ঝুঁকিহীন কাজ করে এই শ্রম অনুমোদনযোগ্য। তবে ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী কোনো শিশু যদি কোনো ধরণের ঝুঁকিহীন কাজও করে, তবে সেটা শিশুশ্রম বলে গণ্য হবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিশু শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্যমতে, ২০১৮ সালে ২৬২টি শিশু বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ৮২ শতাংশ শিশুশ্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিশুশ্রম নিরসনকল্পে বেসরকারী পর্যায়ে কর্মরত সংগঠনগুলো তিনটি দাবী পেশ করেছে। প্রথমটি হলো ন্যূনতম বয়স সীমা সংক্রান্ত আইএলও সনদ ১৩৮ অনুস্বাক্ষরকরণ, গৃহকর্মীদের উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত আইএলও সনদ ১৮৯ অনুস্বাক্ষরকরণ ও সরকার কর্তৃক অনুমমোদিত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকায় গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুশ্রমকে অন্তর্ভূক্তকরণ।

কল-কারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের নিয়োজিত করার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে কার্যকর করা না গেলে শিশুশ্রম আশানুরূপ কমিয়ে আনা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের ঘোষণা দিয়েছে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে চূড়ান্তভাবে শিশুশ্রম নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুশ্রমকে কেন্দ্র করে নতুন আইন প্রণয়ন করেছে সরকার। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রমকে দ্রত নিরসন সম্ভব না হলেও সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে কমিয়ে আনা সম্ভব।

আইনের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তিকে নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। সচেতনতার মাধ্যমে সমাজ থেকে শিশুশ্রমকে চিরতরে বিদায় করা সম্ভব। অনেক পরিবার থেকে শিশুকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে না। শিশু বাধ্য হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে কেবল বাবা-মাকে সচেতন করেই ইতিবাচক ফল পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার ৩৮ ধরণের কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে সেসব কাজে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করেছে। শিশুর মাধ্যমে সাময়িক লাভ উপেক্ষা করে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় একদিকে শিশুর স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে এবং অন্যদিকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রমদক্ষতা গড়ে না উঠে এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে, যা আমাদের কাম্য নয়।

সংবিধানের ৮টি অধ্যায়ে শিশুদের অধিকার নিয়ে কথা বলা হয়েছে। সংবিধান মেনে আইনের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন করা উচিত। সচেতনতা ছাড়াও সক্ষমতার দিকে নজর দিতে হবে। শিশুর প্রতি সমাজের সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন। শিশুরা ফুলের মতো। তাদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করা প্রয়োজন। এ জন্য একটি সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে শিশুশ্রমমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। শিশুশ্রম নিরসনে শিশুর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

শিশুশ্রম নিরসনের জন্য নিম্নোক্ত মতামত তুলে ধরা হয়। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য অন্য সংগঠনগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। শ্রমের সঙ্গে জড়িত শিশুদের কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সমাজে ব্যাপকভাবে সচেতনতা বাড়াতে হবে। শিশুশ্রমের মূল কারণ দারিদ্র্য। শিশুকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে হবে। অভিভাবকের সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরত্ব প্রদান করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ ও গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের জরিপ প্রয়োজন, গবেষণার মাধ্যমে শিশুদের শ্রমে নিযুক্ত হওয়ার কারণ নির্ধারণ করতে হবে, শিশুর অধিকার রক্ষায় আইনের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিত, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজের সমন্বয় করা প্রয়োজন, সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের উদ্যোগকে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। গণমাধ্যমকে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

শিশুশ্রম নিরসনের জন্য একটি কমিটি করা হয়েছে। সরকারের ২২টি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি রয়েছে। বিভিন্ন এনজিও সম্পৃক্ত রয়েছে। সমন্বিতভাবে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করছে। কয়েকটি এনজিও প্রশংসনীয়ভাবে তাদের কর্মসূচি পালন করছে। শিশুশ্রম নিরসনে বর্তমান সরকারও খুব আন্তরিক। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রম নির্মূল করা সম্ভব।

শ্রম মন্ত্রণালয় শিশুশ্রম নিরসনে নেতৃত্ব প্রদানকারী মন্ত্রণালয়। শিশুশ্রম সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শিশুশ্রম পরিস্থিতি নিরীক্ষণ ও আইন প্রয়োগে 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর' এর পাশাপাশি গড়ে তোলা হয়েছে বহুপাক্ষিক শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল।

বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালের ১২ই মার্চ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন, ১৯৯৯ অনুস্বাক্ষর করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৬ সালে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম সংক্রান্ত ন্যাশনাল লেজিসলেশন সংশোধন করা এবং ২০১৩ সালে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের একটি তালিকা গৃহীত হয়। ২০১৫ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নারী ও শিশুশ্রম ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

শিশুশ্রমের বিষয়টি পলিসি ডকুমেন্টে আন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো জাতীয় শিশুশ্রম দূরীকরণ পলিসি ২০১০ এবং গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ পলিসি ২০১৫। আমাদের জাতীয় সংবিধানে ১৭ নং ধারায় শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ১৮ নং ধারায় পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ২৮ নং ধারায় বিশেষ কল্যাণ ও উন্নয়ন আইন প্রণয়ন করা এবং ৩৪ নং ধারায় শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করার পরিষ্কার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পলিসি, গাইডলাইন ও আইনগুলো সকলের সহযোগিতায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুশ্রম মুক্ত দেশ গঠনের মাধ্যমে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

-০০-

(পিআইডি-শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম ফিচার)